টংগীর ইজতিমা ময়দানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে

বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি উলামায়ে দেওবন্দের

খোলাচিঠি

প্রেরক

মাওলানা মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নদভী

উসতাযুল হাদীস ওয়াল ফিক্‌হ

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা

লক্ষ্ণৌ, ভারত।

অনুবাদ

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি
উলামায়ে দেওবন্দের খোলাচিঠি
মাওলানা মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নদভী

অনুবাদ :
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানী- ১৪৪০ হিজরী
ডিসেম্বর- ২০১৮ইংরেজী

প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুন নুজুম
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

নির্ধারিত মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

* এক করুণ ইতিহাস ৪
* বিবদমান দু'দলের মাঝে মীমাংসা করার কুরআনী নির্দেশ ৫
* উলামাদের সম্মান প্রদর্শন দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি সমূহের অন্যতম ৬
* উলামাদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত ৭
* উলামাদের ব্যাপারে নবীজীর কিছু বাণী ৮
* বাংলাদেশের জনগণের কাছে একটি আবেদন ১১
* অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করার ভয়াবহ শাস্তি ১২
* নামাযীদেরকে অন্যায়ভাবে প্রহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ১৩
* অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ১৫
* দায়িত্বশীলদের তরফ থেকে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিন্দাবাদ জরুরী ১৫
* হে বাংলাদেশের মুসলমানগণ! আপনাদের পূর্ব-পুরুষ তো এমন ছিলেন না ১৬
* বাংলাদেশের মুসলমানগণ! চোখ খুলুন এবং বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন ১৮
* সংকট নিরসনে কিছু করণীয় : ১৯
  ১. আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করুন
  ২. উলামা-ত্বলাবাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন
  ৩. উলামাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন
* তাওবা ও মীমাংসার পথ এখনো খোলা আছে ২২
* বাংলাদেশের উলামাদের কাছে আবেদন ২৩
* বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন ২৩
* ভুল সংশোধন ২৫

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

এক করুণ ইতিহাস

সম্প্রতি গোটাবিশ্বেই বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ একটি বহুল আলোচিত ও সমালোচিত সংবাদ। একদল অপর দলের উপর সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে লাঠি-সোঠা নিয়ে যে ন্যাক্কারজনক আক্রমণ চালিয়েছে ইতিহাসে তা নযীরবিহীন। হাজারেরও বেশী লোক এমনভাবে আহত হয়েছে যে, কারো মাথা ফেটে গেছে, কারো বা হাত ভেঙ্গে গেছে, কারো বা পা। দেখা গেছে, বহু আহত ব্যক্তি ব্যথার চোটে মাটিতে পড়ে গেছে, তবুও তার উপর লাঠিবর্ষণ বন্ধ হয়নি। ঘটনাস্থলের পরে কিছু লোকের প্রাণহানীও ঘটে। বহু লোককে বিভিন্ন অলি-গলি ও বাথরুমের বিল্ডিংয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বহু আহত ব্যক্তি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন কাটাচ্ছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্মীয় অঙ্গণে এমন দুঃখজনক ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। সে দিনের এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় হয়তো যমীন কেঁপে উঠেছে, আসমান ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে এবং মনুষ্যত্ব ও মানবতা চিৎকার করে উঠেছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যালেম ও মযলুম, আহতকারী ও আহত উভয়েই একই দল ও একই জামাত,তথা দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট। সবার মুখেই দাড়ি, মাথায় টুপি এবং গায়ে জামা-পাঞ্জাবী। যাদের সাথে এই যুলুম ও নির্যাতন এবং বর্বরতা ও পাশবিকতার আচরণ করা হয় তারা হলেন উলামা-ত্বলাবা (মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক), নবীজীর উত্তরাধিকারী এবং নববী ইলমের পতাকা বহনকারী। তাদের সাথে এমন অপমানজনক আচরণ! এমন যুলুম ও নির্যাতন! এমন বর্বরতা ও পাশবিকতা! ভাবতেই গা কাঁটা দিয়ে উঠে। কোন শরীফ মানুষের পক্ষে এমনটা ভাবাও অসম্ভব।

বিবদমান দু'দলের মাঝে মীমাংসা করার কুরআনী নির্দেশ

কে যালেম কে মযলুম, কে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কে প্রতিষ্ঠিত না, কে অপরাধী আর কে নির্দোষ তার চূড়ান্ত ফায়সালা ও বিচার তো আল্লাহ পাকের দরবারেই

হবে। যালেম মযলুম, অপরাধী ও নির্দোষ যেই হোক সে দিকে না গিয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ ও মতানৈক্য এবং বিবাদ ও বিসংবাদের সময় আল্লাহ পাকের নির্দেশ, মুসলমানদের দু'দলে বিবাদ দেখা দিলে তৃতীয় পক্ষ সন্ধি ও মীমাংসার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا [الحجرات: ٩]

'যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।' *(সূরা : হুজুরাত, আয়াত-৯)*

হাদীসে পাকের মধ্যে নবীজীও যালেম-মযলুম উভয় পক্ষের সাথে কল্যাণকামিতাপূর্ণ আচরণ এবং তাদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। নবীজী বলেন- اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো চাই, সে যালেম হোক কিংবা মযলুম।'

(বুখারী, তিরমিযী, জমউল ফাওয়ায়েদ, হাদীস নং ৬৪২৪)

এই হাদীসে বলা হয়েছে, যালেম মযলুম উভয়কে সাহায্য করো। মযলুমের সাহায্য করা তো স্পষ্ট; কিন্তু যালেমকে সাহায্য করা ও তার প্রতি কল্যাণকামিতার অর্থ হলো, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা, যুলুমের দ্বীনী-দুনিয়াবী ক্ষতি ও তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সন্ধি ও মীমাংসার পথ দেখানো, হাদীসের মর্মার্থ এটিই। অতএব এই জাযবা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাযুক এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের তাবলীগী সাথীভাইদের খেদমতে কিছু কথা আরয করছি। যদি সঠিক ও উপকারী মনে হয় তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে। আর যদি বেঠিক ও অপকারী সাব্যস্ত হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করুন।

হাদীসে পাকের মধ্যে নবীজী বলেছেন-

كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

'প্রত্যেক আদম সন্তানই গোনাহগার, তবে সর্বোত্তম গোনাহগার তারা, যারা তাওবা করে।' *(তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৯৯)*

হাদীসের মর্মার্থ হলো, মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি হতে পারে। তবে এদের মাঝে সর্বোত্তম হলো, যারা নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে আল্লাহ পাকের দরবারে লজ্জিত হয় এবং তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে। নবীদের উত্তরাধিকারী উলামা-ত্বলাবা ও মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের উপর সেদিন যে বর্বরোচিত আক্রমণ করা হয়েছে, যে

আক্রমণের ফলে তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে, নিঃসন্দেহে তা মারাত্মক অন্যায়। নবীজী বলেছেন-

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ

'তোমাদের কেউ(প্রয়োজনে)প্রহার করলে সে যেনো চেহারায় প্রহার না করে।'

(আবু দাউদ, মিশকাত, হাদীস নং ৩১৬)

অপর এক হাদীসে এসেছে-

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

'নবীজী চেহারায় প্রহার করা ও দাগ দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।'

(ইবনে হিব্বান, অধ্যায় জন্তুর চেহারায় প্রহার করা, হাদীস নং ২১১৬, মুসলিম শরীফ, পৃ. ২০২, খন্ড : ২)

যেখানে জন্তু-জানোয়ারের চেহারায় মারতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের, আবার তাদের মাঝে একটি বিশেষ শ্রেণী তথা উলামা-ত্বলাবাদের চেহারা, মাথায় আঘাত করে শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা ও বিকৃত করে দেয়া আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে কতো জঘণ্য অন্যায়, তা সহজেই অনুমেয়।

উলামাদের সম্মান প্রদর্শন দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতিসমূহের অন্যতম

আমরা যা করেছি নিশ্চয়ই তা দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি এবং আকাবির ও মুরুব্বীদের হেদায়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। তাবলীগের মিম্বার থেকে তো সব সময়ই এই হেদায়াতই দিয়ে আসা হয়-

'উলামাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকে আবশ্যক করে নাও। তাদের খেদমতকে সৌভাগ্য এবং তাদের সাক্ষাতকে ইবাদত মনে করো। উলামা-মাশায়েখদের অবজ্ঞা করলে, তাদের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করলে তোমার সন্তান-সন্ততি ইলমে দ্বীন থেকে মাহরুম হয়ে যাবে। তোমার বংশে হাফেজ, কারী ও আলেমে দ্বীন তৈরী হবে না।

উলামাদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন-

'মুসলমানের ইযযত রক্ষা করা এবং উলামাদের সম্মান প্রদর্শন করা দাওয়াত ও তাবলীগের বুনিয়াদী উসূল। প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের কারণে এবং উলামাদেরকে ইলমে দ্বীনের কারণে সম্মান করা উচিত।

(মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃ. ৫৭, মালফুযাত নম্বর ৫৪)

২. হযরত বলেন-

যতক্ষণ পর্যন্ত উলামায়ে কেরামের সাথে গভীর সম্পর্ক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রেসালাতের স্বীকৃতি পরিপূর্ণ হবে না। আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী। অন্যথায় যে কোন সময় মানুষ শয়তানের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে। *(ইরশাদাত ও মাকতুবাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃ.৮৭)*

৩.একবার জনৈক আলেমের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে হযরত লিখেন- 'হযরতের মতো মুখলিছ ব্যক্তিত্বের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ নিজের জন্য ধ্বংসের কারণ মনে করি। এমন কল্পনা করাও পাপ। হযরতের ব্যাপারে আমার অন্তর পূর্ণ স্বচ্ছ। কেনইবা হবে না, আপনাদের মতো আহলে ইলম উলামা-ত্বলাবাদের মহব্বত করা আমাদের জন্য ফরজ। আপনাদের হক জানা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং আপনাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের নাজাতের উসীলা।

(ইরশাদাত ও মাকতুবাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃ. ১১৯)

৪. হযরতজী বলেন-

একজন সাধারণ মুসলমানের প্রতিও কু-ধারণা পোষণ করা ধ্বংসাত্মক জিনিস। আর উলামাদের সমালোচনা ও দোষচর্চা করা তো আরও মারাত্মক। *(মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃ. ৫৬)*

৫. হযরত বলেন-

যাদের মাধ্যমে দ্বীনের নে'আমত পেয়েছি, তাদের ইহসান ও অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং তাদেরকে মহব্বত না করা মাহরুমীর আলামত। হাদীসে এসেছে- مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ পাকেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।' বুঝা গেলো, অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহ স্বীকার না করে আল্লাহ পাকের নে'আমতের শুকরিয়া আদায় সম্ভব নয়।

(মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃ. ১২৩, মালফুয নং ৫৪)

৬. হযরত বলেন-

অন্তরে পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ ও মূল্যবোধ বজায় রেখে উলামাদের থেকে দ্বীন শিখো। মূল্যায়নের দাবী হলো, তাদেরকে নিজের জন্য পরম মুহসিন ও অনুগ্রহকারী মনে করবে। সর্বদা তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। নবীজী (সা.) যে বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, এই হাদীসের মর্মার্থও এটি।

৭. হযরত বলেন-

মুসলমানদের মাঝে তিনটি শ্রেণী রয়েছে। ১. অসহায়-দরিদ্র। ২. স্বাবলম্বী ও সম্ভ্রান্ত। ৩. উলামায়ে দ্বীন। এই তিনো শ্রেণীর সাথে আচরণ কেমন হবে নিম্নোক্ত হাদীসে এই হেদায়াতই দেয়া হয়েছে। নবীজী বলেন-

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না এবং আলেমদেরকে শ্রদ্ধা করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।'

(মালফুযাতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. পৃ. ১১২ মালফুযাত নং ১৩৫)

এসব হেদায়াত এ মেহনতের প্রারম্ভ থেকেই আকাবির ও মুরুব্বীদের তরফ থেকে বরাবর করা হচ্ছে।

উলামাদের ব্যাপারে নবীজীর কিছু বাণী

১. এক হাদীসে নবীজী বলেন- مَنْ لَمْ يُبَجِّلْ عَالِمَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে আমাদের আলেমদের শ্রদ্ধা করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।'

(আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

২. এক হাদীসে এসেছে, নবীজী বলেন-

خَمْسٌ مِنَ الْعِبَادَةِ.....وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ

'পাঁচটি জিনিস ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি হলো, আলেমের চেহারার দিকে মহব্বতের নযরে তাকানো।'*(আল জামিউস সগীর লিসসুয়ূতী, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হাদীস নং ৩৯৬৬)*

৩. নবীজী বলেন- فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

'একজন ফকীহ আলেমে দ্বীন শয়তানের কাছে এক হাজার আবেদের চেয়েও ভয়ংকর।' *(মিশকাত, কিতাবুল ইলম)*

৪. নবীজী বলেন-

مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيْبَةٌ لَا تُجْبَرُ وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَ هُوَ نَجْمٌ طُمِسَ وَمَوْتُ قَبِيْلَةٍ أَيْسَرُ لِيْ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ.

'আলেমের মৃত্যু (উম্মতের জন্য) এমন বিপদ যার ক্ষতিপূরণ নেই।এমন শূন্যতা যা পূরণ হবার নয়। (একজন আলেমের মৃত্যু)একটি নক্ষত্রের ডুবে যাওয়াতুল্য। একটি কবীলার মৃত্যুও একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে অতি সহজ।' *(তাবারানী, মাজমাউয যাওয়াইদ, পৃ. ১১২, খণ্ড-১)*

৫. এক হাদীসে সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে নবীজী বলেন-

أَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ وَرَسُوْلَه

'উলামাদের সম্মান করো, তারা নবীদের উত্তরাধিকারী। যে তাদের সম্মান করলো সে মূলত আল্লাহ-রাসূলকে সম্মান করলো।'

(আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, হযরত জাবের থেকে বর্ণিত, হাদীস নং ১৪২৮)

৬. এক হাদীসে নবীজী বলেন- أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ

'তোমরা সম্মানিত লোকদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো।'

(মুসনাদে আহমদ, আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃ. ১৩৬৩)

৭. হযরত ইবনে উমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবীজী বলেন-

أَكْرِمُوْا حَمَلَةَ الْقُرْاٰنِ فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِيْ

'তোমরা কুরআনের ধারক-বাহকদের (উলামাদের) ইযযত করো, যে তাদের ইযযত করলো সে মূলত আমাকে ইযযত করলো।'

(আল জামিউস সগীর লিসসুয়ূতী, হাদীস নং ১৪২০)

৮. আরেক হাদীসে এসেছে, নবীজী বলেন-

حَامِلُ الْقُرْاٰنِ حَامِلُ رَأْيَةِ الْإِسْلَامِ مَنْ أَكْرَمَه فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ وَمَنْ أَهَانَه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ

'কুরআনের বাহকগণ হলেন ইসলামের ঝান্ডাবহনকারী। যে তার সম্মান করলো, সে মূলত আল্লাহকে সম্মান করলো। যে তাকে অপমানিত করলো, তার উপর আল্লাহ পাকের লা'নত ও অভিশাপ।'

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, হাদীস নং ৩৬৬০)

৯. এক হাদীসে নবীজী বলেন-

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ

'কুরআনের ধারক-বাহক ও বৃদ্ধ মুসলমানদের সম্মান করা আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।' *(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, অধ্যায়, মানুষকে স্তর অনুযায়ী সম্মান করা, হাদীস নং ৪৮৪৩)*

১০. ফাযায়েলে আ'মাল গ্রন্থের লেখক শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) ফাযায়েলে তাবলীগ অধ্যায়ে তারগীব এবং তাবারানী শরীফের সূত্রে হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন, নবীজী বলেন-

'একজন আলেমকে একমাত্র মুনাফিকই তুচ্ছ মনে করতে পারে।'

হযরত শাইখুল হাদীস (রহ.) এরপর লিখেন, কতক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী বলেন, আমার উম্মতের তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে আমার ভয় হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, আলেমদের সম্মান নষ্ট করা হবে এবং তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা হবে। তারগীব গ্রন্থে তাবারানীর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। *(ফাযায়েলে তাবলীগ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬২৬)*

নবীজীর এই বাণীসমূহ এতোটাই সুস্পষ্ট যে, তা পড়ে যে কেউ আন্দায করতে পারে, একজন হাফেজ, কারী ও আলেমে দ্বীনের মর্যাদা কতটুকু। নবীজীর ভাষ্য অনুযায়ী একজন আলেমের মৃত্যু একটি কবীলার মৃত্যুর চেয়েও বেশী বেদনাদায়ক। কেননা আলেমের মৃত্যুতে উম্মতের মাঝে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ হবার নয়। নবীর একজন উম্মত হয়ে নবীর নায়েব ও উত্তরাধিকারীদের সাথে যে পাশবিক ও বর্বরতার আচরণ আমরা করেছি, কেয়ামতের ময়দানে নবীজীকে মুখ দেখাবো কী করে আমারা? যদি নবীজী জিজ্ঞেস করেন, তোমাদেরকে তো উলামাদের সম্মান করতে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের সাথে এই পশুত্বের আচরণ কেন করেছো? কী জবাব দেবো আমরা?

আহতদের মাঝে বিপুলসংখ্যক ছিলো মাদরাসার নওজোয়ান ছাত্র-তুলাবা, যাদের ব্যাপারে নবীজীর স্পষ্ট বাণী-

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ

'ইলমের অন্বেষণে যে ঘর থেকে বের হয় ঘরে ফেরা পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে।'

(মিশকাত মরীফ, কিতাবুল ইলম)

'কেয়ামতের ময়দানে সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হলো- شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ

'ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে তার যৌবনকাল কাটিয়েছে।'

(মুসলিম শরীফ)

আহতদের মাঝে শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট, বয়োবৃদ্ধ আলেম এবং সাধারণ মানুষও ছিলেন, যাদের ব্যাপারে নবীজীর বাণী-

‘ শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট কোন বৃদ্ধ যখন আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠিয়ে দু‘আ করে, তখন আল্লাহ তা‘আলার লজ্জা হয় তিনি তার দু‘আ কবুল করেন এবং তাকে মাফ করে দেন।’

কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয়,সেদিন আমাদের নফস ও শয়তান আমাদের উপর এতোটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, নবীজীর কোন শিক্ষা ও বাণীর প্রতিই আমরা ভ্রুক্ষেপ করিনি। নবীজীর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী উলামা-ত্বলাবাদের লাঠিচার্জ করে করে আহত করেছি, কতককে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছি, যাদের একেকজন হাজার জনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছি, তবুও আমাদের মাঝে একটু ভাবের উদয় হয়নি, একটু অনুশোচনা জাগেনি। দূর্ভাগ্য আমাদের, তাবলীগের আকাবির ও মুরুব্বীদের সবসময়কার হেদায়াত ও নির্দেশনা ভুলে গিয়ে এমন পাষন্ডতা ও নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছি, যার দ্বারা শুধু আমাদের দ্বীন-ধর্মই ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি, বরং উলামাদের সাথে বেয়াদবির ফলে আমাদের আগত প্রজন্মের দ্বীনী ভবিষ্যতও বিনষ্ট করেছি। তাদেরকে ইলমে দ্বীনের নে‘আমত থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি।

বাংলাদেশের জনগণের কাছে একটি আবেদন

আমি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে স্ববিনয় অনুরোধ করছি, আপনারা উলামা-মাশায়েখ ও আসহাবে মাদারিসের ব্যাপারে বিশ্বাসহারা হবেন না। তারা অতীতেও আপনাদের কল্যাণকামী ও হিতাকাংখী ছিলেন, বর্তমানেও আছেন এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবেন। অবশ্য তাদের শানে আমাদের থেকে যে বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, অতি দ্রুত তার সুরাহা হওয়া দরকার। তাদের থেকে ক্ষমা নিয়ে আল্লাহকে রাযী-খুশী করা দরকার। অন্যথায় আমাদের জন্য বিরাট ঝুঁকি রয়েছে।

হক্কানী-রাব্বানী উলামা-ত্বলাবা আর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উপর যে অকথ্য ও অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন করেছি,এর ফলে যে কোন মুহূর্তে আল্লাহপ্রদত্ত আযাবে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি। কেননা এটাতো সত্য যে, এ ঘটনায় বিপুলসংখ্যক উলামা-ত্বলাবা চরমভাবে আহত ও নির্যাতিত হয়েছেন। হাদীসে এসেছে, নবীজী এক সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন-

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

'মযলুমের বদদু'আকে ভয় করো। কেননা এ দু'আ ও আল্লাহ পাকের মাঝে কোন পর্দা নেই।' *(তিরমিযী শরীফ, আবওয়াবুয যাকাত, হাদীস নং ৬২১)*

এই হাদীসের সারকথা হলো,মযলুমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মযলুমের বদদু'আ নিশ্চিত কবুল এবং যালেমের ধংস অনিবার্য। এক হাদীসে নবীজী বলেন-

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কতক বান্দা এমন আছেন, যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা'আলা তা পুরা করেই দেন।' *(বুখারী, মুসলিম)*

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, আরওয়া বিনতে উওয়াইছ নামী এক মহিলা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) এর উপর জোরপূর্বক জমি দখলের অপবাদ আরোপ করে। এই ঘটনার শেষাংশে আছে, শেষ পর্যন্ত হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) তাকে বদ দু'আ করেন-

اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِيْ أَرْضِهَا قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتّٰى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِيْ فِيْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِيْ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ

'হে আল্লাহ! যদি এই মহিলা মিথ্যাবাদী হয় তাহলে (শাস্তিস্বরূপ) তার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নাও এবং তার যমীনেই তাকে মৃত্যু দাও। বর্ণনাকারী বলেন, মৃত্যুর পূর্বে মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয় এভাবে যে, একদা সে তার যমীনে হাঁটছিলো হঠাৎ কূপে পড়ে যায় এবং কূপেই তার মৃত্যু হয়। *(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪১১০)*

হাসপাতালের বিছানায় যেসব নিরীহ ও মযলুম আলেম-ছাত্র এখনো কাতরাচ্ছে তাদের বদদু'আকে অবশ্যই ভয় করা উচিত। আর যারা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে শাহাদাত বরণ করেছে তার ফায়সালা তো আল্লাহ পাকের দরবারেই হবে।

অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করার ভয়াবহ শাস্তি

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, নবীজীর প্রিয়পাত্র বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) এক যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যে বহু সাহাবীকে শহীদ করেছিলো। তাই তিনি ওঁৎপেতে থাকেন এবং সুযোগ বুঝে তার উপর আক্রমণ করেন। সে তৎক্ষণাত কালিমা পড়ে বসে। হযরত উসামা (রাযি.) ভাবলেন, যুদ্ধের ময়দানে আত্মরক্ষার জন্য হয়তো সে কালিমা পাঠ করেছে। তাই শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলেন। নবীজীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত নাখোশ হন। হাদীসের শব্দ এই-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أُسَامَةَ فَسَأَلَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ؟ إِلَى أَنْ قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

'নবীজী হযরত উসামাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, কেন তাকে হত্যা করেছো? তারপর বারবার নবীজী এই কথাই বলেন, কেয়ামতের দিন যখন সে কালিমা পড়া অবস্থায় উঠবে তখন তুমি তার কী জবাব দেবে? চিন্তা করার বিষয়, হযরত উসামা (রাযি.) এর হত্যা করাটা ছিলো ইজতিহাদী ভুল,এরপরও নবীজী কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হযরত উসামা (রাযি.) বারবার নবীজীর কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলেন আর নবীজী একই কথা বলে যাচ্ছিলেন, একজন কালিমাগো' মুসলমানকে তুমি হত্যা করেছো, আখেরাতে এর কী জবাব দেবে তুমি? *(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৭৩)*

সেদিনের ঘটনায় কতোটা ন্যাক্কারজনকভাবে অত্যন্ত নির্দয়তা ও পাশবিকতার সাথে লাঠিচার্জ করে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে যেভাবে আহত করা হয়েছে, কতোজনের হাত-পা ভেঙ্গেছে, মাথা ফেটেছে, কতোজন ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তবু যালেমদের অন্তরে একটু দয়া হলো না। হযরত উসামা (রাযি.) তো ইজতিহাদী ভুল করে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, যে বহু সাহাবীকে শহীদ করেছিলো, যার এক ওয়াক্ত নামায পড়ারও সুযোগ হয়নি। শুধুমাত্র একবার কালিমা পাঠ করেছে, তবুও নবীজী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তাহলে এই নিরীহ, দ্বীনদার ও নামায-রোযার পাবন্দ উলামা-তুলাবারা কেয়ামতের ময়দানে যখন রক্তাক্ত অবস্থায় উঠবেন তখন যালেমরা আল্লাহ পাকের কাছে কী জবাব দেবে? আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَأَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا [النساء: ٩٣]

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। *(সূরা নিসা, আয়াত : ৯৩)*

এক হাদীসে নবীজী বলেন-

لَاتَقْتَتِلَنَّ بَعْدِىْ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

'তোমরা আমার পরে একে অপরকে হত্যা করো না। কেননা আমি সমগ্র উম্মতের উপর তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবো।'

(মুসনাদে আহমদ, পৃ. ৩৫১, খন্ড : ৪)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, একজন উম্মতকে হত্যা করার দ্বারা তার থেকে বংশবিস্তারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উম্মতের সংখ্যা কমে যাবে। তাই নবীজী মানুষ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। *(তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃ. ৩১, খন্ড-১)*
বিদায় হজ্জের ভাষণে নবীজী বলেন-

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

'আমার পরে কাফেরদের মতো একে অপরকে হত্যা করো না।'

(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২২০)

নামাযীদেরকে অন্যায়ভাবে প্রহার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

নবীজী তো উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নামাযীকে প্রহার করো না। এক হাদীসে এসেছে, একদা হযরত আলী (রাযি.) খেদমতের জন্য ক্রীতদাসের তালাশে নবীজীর খেদমতে আসেন। নবীজী তাকে একজন ক্রীতদাস দান করেন এবং এই হেদায়াত দেন যে, তাকে মেরো না। কেননা খায়বার থেকে ফেরার পথে আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। আর আমাকে নামাযীদের মারতে নিষেধ করা হয়েছে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাউমাউয যাওয়ায়েদ, পৃ. ৪৩৩, খন্ড :৪)

অপর হাদীসে নবীজী এও বলেছেন-

لَا تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلَاةِ

'তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা সে নামাযের জন্য লোকদেরকে জাগ্রত করে।' *(আবু দাউদ, জমউল ফাওয়ায়েদ, হাদীস নং ৬৬৫২)*

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়

কিন্তু আফসোস, শত আফসোস, নবীজীর এই অপূর্ব শিক্ষায় আমরা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিনি। আমাদের অত্যাচারের খড়্গ থেকে নামাযী, দ্বীনদার, বয়োবৃদ্ধ ও নওজোয়ান কেউ রেহাই পাইনি। আজ কোথায় গেলো আমাদের ঈমান, আর কোথায় গেলো ঈমানী গায়রাত? এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মূলত আমরা দ্বীন, ধর্ম আর তাবলীগের এ মেহনতকেই কলংকিত করেছি। ভূলুণ্ঠিত করেছি বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মান-মর্যাদাকে। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের শান বর্ণনা করেছেন এভাবে-

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ [الفتح: ٢٩] أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ [المائدة: ٥٤]

‘মুমিনগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।’

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়,আমরা আমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও কঠোরতাকে উলামা-ত্বলাবা আর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছি।

আফসোস, নওজোয়ান ছাত্রদের উপর লাঠিবর্ষণ করার সময় আমাদের অন্তর একটুও কাঁপলো না। তাদের আর্তচিৎকারে আমাদের অন্তরে একটু দয়ার উদ্রেক হলো না। উপর্যুপরী লাঠিবর্ষণ করে আমরা তাদের ক্ষত-বিক্ষত করেছি। রক্তে রঞ্জিত করেছি ইজতেমা ময়দানের পবিত্র ভূমিকে। কোথায় আমাদের সেই ঈমানী সিফাত, কোথায় সেই ঈমানী গায়রাত? ঈমান-ইয়াকিনের মেহনত কি এই শিক্ষাই দেয়? একেই কি বলে ইকরামুল মুসলিমীন? দাওয়াত ও তাবলীগের একশো বছরের ইতিহাসে এমন পাষন্ডতা ও বর্বরতার নযীর পাওয়া যাবে না।

দায়িত্বশীলদের তরফ থেকে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিন্দাবাদ জরুরী

দাওয়াত ও তাবলীগের মৌলিক কাজই হলো মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করার পাশাপাশি সৎকাজের আদেশ ও অৎসকাজের নিষেধ করা। কিন্তু এমন ন্যাক্কারজনক, বর্বরতম ঘটনা ঘটে গেলো, প্রকাশ্যে যুলুম-নির্যাতন করা হলো; কিন্তু তৎক্ষণাত কিংবা পরবর্তীতে নেতৃত্বদানকারী মুরুব্বরীদের তরফ থেকে কোন নিন্দাবাদ শোনা যায়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতো কিছু ঘটে যাওয়ার পরও নীরবতা ও নির্লিপ্ততা এবং যালেম ও অপরাধীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা না দেয়া কিসের প্রমাণ বহন করে? তারা কি এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় সন্তুষ্ট? যদি তাই না হয় তাহলে নীরবতা কেন? দায়িত্বশীল হওয়ার সুবাদে মুরুব্বীদের তরফ থেকে এই মেহনতের সাথে জড়িত সাথীদের এহেন আচরণের কারণে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করা জরুরী ছিলো। যেনো এই মেহনত কলংকিত না হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও নীরবতা ও নির্লিপ্ততা তাদের সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে।

নবীজী স্পষ্টভাবে হাদীসে বলেন-

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

‘কোথাও শরীয়ত গর্হিত কাজ হলে উপস্থিত কেউ যদি তা অপছন্দ করে তাহলে সে অনুপস্থিত ব্যক্তির মতো। আর অনুপস্থিত কেউ যদি আন্তরিকভাবে তাতে সন্তুষ্ট থাকে

তাহলে সে উপস্থিত ব্যক্তির মতো (গোনাহগার) হবে। *(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, হাদীস নং ৪৩৩৮)*

এই বর্বরোচিত আক্রমণের কারণে অপরাধী ও যালেমদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া তাবলীগের মুরুব্বীদের শরয়ী দায়িত্ব। যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে তাওবা করে সুপথে ফিরে আসে।

হে বাংলাদেশের মুসলমানগণ! আপনাদের পূর্ব-পুরুষ তো এমন ছিলেন না

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মাটির পরতে পরতে উলামাভক্তি মিশে আছে। এখানকার আলো-বাতাস সমাজ ও পরিবেশ সর্বদা উলামা-মাশায়েখদের শ্রদ্ধা করেছে। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করতে কোনরূপ ত্রুটি করেনি। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এবং শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর পদধূলিতে এখানকার মাটি সিক্ত। তাদের ফুয়ূয ও বারাকাত লাভে ধন্য হয়েছে এ অঞ্চলের বহু মানুষ। বাংলাদেশের ইতিহাস বলে, এ অঞ্চলের লোকজন উলামা-ত্বলাবা ও আউলিয়া-মাশায়েখভক্ত। আপনারা কি আপনাদের এই সোনালী ইতিহাস ভুলে গেছেন? পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ-অনুকরণ থেকে দূরে সরে গেছেন। আপনাদের পূর্ব পুরুষগণ তো এমন ছিলেন না।

বাংলাদেশের জনগণ উলামা-মাশায়েখভক্ত ছিলো বলেই এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বড় বড় দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ মাটিতে জন্মেছে হাজারো আলেম, ফাযেল এবং হাফেজ ও কারী। এখানকার মিম্বার-মেহরাব আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে সদা মুখরিত। এসব মাদরাসার বদৌলতেই দূর হয়েছে সমাজের সব অনাচার ও কুসংস্কার।

যেখানে একসময় পুরা এক খান্দানের মধ্যেও জানাযা পড়ানোর মতো একজন হাফেজ-আলেম পাওয়া যেতো না। সেখানে এই মাদরাসাওয়ালাদের চেষ্টার বরকতে আজ ঘরে ঘরে হাফেজ, আলেম তৈরী হচ্ছে। যারা সমাজের সর্বস্তরের লোকদের দ্বীনী জরুরত পুরা করছে।

উলামা-মাশায়েখের হাত ধরেই দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনত বাংলাদেশের মাটিতে পৌঁছেছে। তাদের তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্ব ছিলো বলেই এ মেহনতের সুফল আজ সারা দেশে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে তারা আমাদের থেকে মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। তাদেরকে শ্রদ্ধা করা, তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আন্তরিকভাবে তাদের মহব্বত করা আমাদের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। নবীজী বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

কিন্তু পরম আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা আমাদের হিতাকাংখী, কল্যাণকামী ও অনুগ্রহকারী উলামা-মাশায়েখদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছি। দিন-দুপুরে খোল্লমখোল্লা তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছি, যা বিশ্ব দরবারে আমাদের ও দেশের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। গতকাল পর্যন্ত যাদের আমরা হৃদয় দিয়ে ভালবাসতাম, মহব্বত করতাম, যাদের খেদমতকে সৌভাগ্য মনে করতাম এখনো তারা আমাদেরই আপনজন। আমাদের পথ প্রদর্শক। খতনা-বিবাহ, ইমামত ও জানাযা সবস্থানে তারা আমাদের দ্বীনী জরুরত পুরা করছে, ভবিষ্যতেও পুরা করবে। নবীর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী বিধায় গতকাল তারা আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আজও আছেন। একমাত্র আল্লাহর জন্য আমরা তাদের কদর করি, মহব্বত করি এবং নবীজীর নির্দেশ মুতাবেক তাদের ইয্যত করি। তাদের দিকে মহব্বতের নযরে তাকানোকে ইবাদত মনে করি এবং অন্তরে বদ্ধমূল করে নেই যে, তাদের সাথে বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে ক্ষতি তাদের হবে না, বরং আমাদের আগত প্রজন্ম ও সন্তান-সন্ততি ইলমে দ্বীন থেকে মাহরুম থাকবে। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সেখানকার জনগণ যখন উলামাদের কদর করেনি, বরং উল্টো যুলুম করেছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে, আল্লাহ তা'আলা ইলমের নে'আমতকে তাদের ভূখন্ড থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। যেখানে এক সময় ঘরে ঘরে আলেম ছিলো সেখানে আজ জানাযা পড়ানোর মতো আলেম নেই। ইসলাম তাদের কাছে অপরিচিত ধর্ম। লোকেরা নির্দ্বিধায় ধর্ম ত্যাগ করছে। আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশকে হেফাযত করুন।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ! চোখ খুলুন এবং বুঝে- শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন

হে বাংলাদেশের মুসলমানগণ! নফসের ধোঁকা আর শয়তানের প্ররোচনায় আমরা সে কাজই করে বসেছি, যা করা আদৌ উচিত ছিলো না। কিন্তু এখনো সময় আছে, আল্লাহ তা'আলা সমঝ-বুঝ ও বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন। চোখ খুলুন, ভেবেচিন্তে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

আখেরাতকে প্রাধান্য দিন এবং নিজ সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের দ্বীনী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করুন। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করুন এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও

লজ্জিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করুন। অন্যায়-অপরাধ যা হয়েছে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, চির দয়াময়। নিরানব্বই ব্যক্তির হত্যাকারীকেও খালেছ তাওবার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। সত্যি সত্যিই যদি আপনি নিজ কৃতকর্মের উপর শরমিন্দা ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে রোনাযারি ও কান্নাকাটি করেন, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনাকে মাফ করে দিবেন। নির্জনতা ও একাকিত্বে বসে নিজ অপরাধের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করুন। তাওবা-ইস্তিগফার করতে মোটেও বিলম্ব করবেন না। উদ্ভুত এ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দরদ-ব্যথা এবং খায়েরখাহী ও কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহিত কিছু করণীয় পেশ করছি, ইনশাআল্লাহ এর উপর আমল করার দ্বারা কল্যাণ আসবে,অকল্যাণ দূরীভুত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন।

সংকট নিরসনে কিছু করণীয়

১. আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করুন

সবার আগে নিজেকে অপরাধী মনে করে দুই রাকাআত তাওবার নামায পড়ি এবং পূর্ণ খুলূস ও লিল্লাহিয়াত, নিষ্ঠা ও আত্মনিমগ্নতার সাথে নিম্নোক্ত দুআগুলো করতে থাকি-

(১) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ [الأعراف: ٢٣]

(٢) لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ [الأنبياء: ٨٧]

(٣) رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ [النمل: ١٩]

(٤) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالْهَدْيِ وَالنِّيَّةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

(٥) اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ اُمُوْرِنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا.

(٦) اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ

(٧) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ.

অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজের অন্যায়-অপরাধকে চোখের সামনে রেখে উক্ত দুআগুলো পাঠ করতে থাকুন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে খুব কান্নাকাটি করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন এবং হেফাযত করবেন।

২. উলামা-ত্বলাবাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন

আমার প্রিয় মুসলিম ভায়েরা! উলামায়ে কেরাম আমাদের অকল্যাণ চান, তারা ভিন্ন, আমরা ভিন্ন, এমন কুচিন্তা মাথা থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলুন। বিশ্বাস করুন এবং অন্তরে বদ্ধমূল করুন যে, তাঁরা অতীতেও আমাদের হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী ছিলেন, বর্তমানেও আছেন। তারাই আমাদের দ্বীনের পথ প্রদর্শক। আগামী প্রজন্মের দ্বীনী ভবিষ্যত তাদের হাতেই নির্মিত হবে। আমাদের যাবতীয় দ্বীনী জরুরত ও ধর্মীয় প্রয়োজন তারাই পুরা করছেন। তাদের খেদমত ও অবদান থেকে আমরা অমুখাপেক্ষী হতে পারি না। যে কোন দ্বীনী প্রয়োজনে তাদের দ্বারস্থ আমাকে হতেই হবে। এসব চিন্তা মাথায় রেখে তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং মহব্বতপূর্ণ আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। নফসের ধোঁকা আর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যে অপরাধ আমরা করে বসেছি, সে জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে তাদের সাথে সাক্ষাত করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ করা কিংবা গড়িমসি করা বিলকুল অনুচিত। অন্যথায় আমাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকার।

৩. উলামাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন

আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম নিযামুদ্দীন মারকায এবং সেখানকার মুরুব্বীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এমন ধারণাও অন্তর থেকে বের করে ফেলুন। কস্মিনকালেও এমন হতে পারে না। বরং উলামায়ে কেরাম তো সর্বদাই দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনত এবং নিযামুদ্দীন মারকাযের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জনগণকে এ মহান মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত করার গুরুদায়িত্ব তারাই আঞ্জাম দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের না এই মেহনতের সাথে কোন আক্রোশ ও শত্রুতা আছে, না নিযামুদ্দীন মারকাযের সাথে, আর না সেখানকার মুরুব্বীদের সাথে। অতীতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উলামায়ে কেরাম সর্বদা নিযামুদ্দীন মারকায ও সেখানকার মুরুব্বীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই চলেছেন।

হ্যাঁ, কিছুদিন ধরে নিযামুদ্দীন মারকাযের কিছু অসমীচীন ও অপ্রীতিকর ঘটনাবলী উলামায়ে কেরামকে চিন্তিত করে তুলেছে। মারকাযের মুরুব্বী মাওলানা মুহাম্মদ সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহর বয়ানসমূহতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাসবিরোধী কিছু কথাবার্তা পাওয়া যাচ্ছে, দ্বীনী দায়িত্ববোধের কারণেই উলামায়ে কেরাম তা মেনে নিতে পারছেন না।

হিন্দুস্তানের আকাবির উলামা ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতাসমূহ এ ভুলগুলোর সত্যায়ন করলে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম সজাগ হন। তারা বাংলাদেশের জনগণের ঈমান-আমল রক্ষার কল্যাণচিন্তায় অত্যন্ত দরদ ও মহব্বত এবং হামদর্দি ও সহমর্মিতার পরিচয়

দেন। হিন্দুস্তানের ইলমী ব্যক্তিত্ব, কেন্দ্রীয় দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দারুল ইফতাসমূহে তারা এই আরজি পেশ করেন যে, মাওলানা সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লার বয়ানসমূহের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আশ্বস্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও আশ্বস্ত হতে পারছি না এবং জনগণের দ্বীনী স্বার্থে মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে আমরা সতর্কতার পথ অবলম্বন করবো। এ লক্ষ্যে সুষ্ঠ সমাধানের জন্য বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধি দল একাধিকবার নিযামুদ্দীন মারকায ও দারুল উলূম দেওবন্দ সফর করেন। তারা বারবার এ কথাই বলে যান যে, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম এবং কেন্দ্রীয় দারুল ইফতাসমূহ মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের ব্যাপারে আশ্বস্ত হলে আমরা পুনরায় তাকে বাংলাদেশের মাটিতে আমন্ত্রণ জানাবো।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মাওলানা সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাঁর বয়ানের ব্যাপারে আকাবির উলামা ও মুফতীয়ানে কেরামকে পূর্ণ আশ্বস্ত করতে পারেননি। তিনিও একটু তাওয়াযু ও বিনয়ের পরিচয় দিয়ে 'ভরা মজলিসে' আপন ভুলসমূহ থেকে রুজু বা প্রত্যাবর্তন করেননি। যেমন তিনি ভরা মজলিসে ভুলটি প্রচার করেছিলেন। বরং উল্টো তার সমর্থন ও সহযোগীদের তরফ থেকে ভুলের উপর দলীল পেশ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। এসব কারণে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ এখনো তার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও আশ্বস্তি প্রকাশ করেন নি। আর এ কারণেই বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম এখনো তার ব্যাপারে আস্থাশীল ও আশ্বস্ত নন।

একটি কথা ভাল করে বুঝে রাখা দরকার যে, মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ যে ধরনের ভুল করেছেন তার অধিকাংশই এমন, যা একমাত্র উলামা ও মুফতীয়ানে কেরামই বুঝতে পারেন। সাধারণ মানুষের মাঝে তার নিগুঢ়তা ও সূক্ষ্মতা বুঝার যোগ্যতাই নেই। সুতরাং এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষের অন্যায় দখলদারিত্ব বিলকুল অনুচিত। তাদের কর্তব্য হলো, নির্ভরযোগ্য উলামা ও মুফতীদের কথার উপর আস্থা রাখা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। শরীয়তকর্তৃক এই দায়িত্বই তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদাবিরোধী কথাবার্তাকে শুধু বাংলাদেশের আলেমগণই নন, বরং হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের আলেমগণও অত্যন্ত গভীর আলোচনা-পর্যালোচনা করে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, জামি'আ কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদ, জামি'আ আরাবিয়া হাতুড়াবান্দা তথা কেন্দ্রীয় সকল দারুল ইফতাই এধরনের কথাবার্তাকে গলত সাব্যস্ত করেছে।

২০১৮ এর ইজতেমায় মাওলানা সাদ সাহেবকে আসতে না দেয়ার কারণও এটি ছিলো। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যা করেছেন, তা উম্মাহর ঈমান-আমলের

হেফাযত এবং জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ধর্মীয় তাগিদেই করেছেন। কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে জনসাধারণের প্রতিটি বিষয়ে উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করা হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এধরনের পদক্ষেপ নিতে তারা বাধ্য। তাদের না মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহর সাথে কোন আক্রোশ ও শত্রুতা আছে, না নিযামুদ্দীন মারকাযের সাথে। আমরা অতীত থেকেই দেখে আসছি, বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগের সহযোগী ও সমর্থক। নিযামুদ্দীন মারকায এবং সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহকে তারা নিজেদের মনে করে আসছেন এবং এখনো করছেন। একথা সুনিশ্চিত যে, তাদের অন্তরে মারকায এবং মাওলানা সাদ সাহেব কারো ব্যাপারেই সামান্যতম বিদ্বেষ ও শত্রুতার মনোভাব নেই। শরীয়তকর্তৃক যে দায়িত্ব তারা প্রাপ্ত হয়েছেন, জনগণের কল্যাণের খাতিরে সে দায়িত্বই তারা নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আপনারা মাওলানা সাদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহর জন্য দু'আ করতে থাকুন। হিন্দুস্তানের আকাবির উলামা তার ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হলে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম পুনরায় তাকে পরিপূর্ণ ইকরাম ও মহব্বত এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাবেন। তাঁর বয়ান দ্বারা মানুষ আবারো উপকৃত হবে।

তাওবা ও মীমাংসার পথ এখনো খোলা আছে

এক হাদীসে এসেছে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু লুবাবা (রাযি.) থেকে একটি ভুল হয়ে যায়। তিনি তার এ ভুলে এতটাই শরমিন্দা ও লজ্জিত হয়েছিলেন যে, মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে এ ঘোষণা দেন, আমি অন্তর থেকে আমার এ ভুলের জন্য তাওবা করছি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং নবীজী আমার বাঁধন না খুলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। *(তাফসীরে দুররে মানসূর, আয়াত : لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ , সূরা : আনফাল, তারীখে মদীনাহ, পৃ. ৩৬)*

বাস্তবিক অর্থেই যদি অন্তরে লজ্জা ও অপরাধবোধ থাকে, তাহলে যে কোন কিছু করাই সহজ। আমাদের উচিত, কালবিলম্ব না করে অতি দ্রুত উলামা-ত্বলাবাদের কাছে গিয়ে গিয়ে নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করা এবং তাদের কাছ থেকে ক্ষমা নেয়ার চেষ্টা করা। আমাদের উপর তাদের অবদানকে স্বীকার করে পুনরায় মহব্বতের সম্পর্ক তৈরী করা।

বাংলাদেশের উলামাদের কাছে আবেদন

আমি বাংলাদেশের আলেমসমাজের কাছেও স্ববিনয় অনুরোধ করছি, এই যে জনসাধারণ, তারা তো আপনাদেরই আপনজন, তাদের ও তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বীন ও ঈমান হেফাযতের জন্যেই আপনাদের রাত-দিনের চেষ্টা এবং এতসব মাদরাসা

প্রতিষ্ঠা। তাদের যাবতীয় দ্বীনী প্রয়োজন আপনারাই পুরা করছেন। এটা সত্য যে, তারা ভুল করেছে, তাদের তরফ থেকে আমি সুপারিশ করছি, বাস্তবিক অর্থেই কেউ শরমিন্দা ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদের ক্ষমা করে দিবেন এবং কাছে টেনে নিবেন। অন্যথায় তাদের দ্বীন-দুনিয়া সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

নাফরমান বেটা পিতার সাথে বেয়াদবী করে যখন মাফ চায় এবং আনুগত্য প্রকাশ করে পিতা তাকে মাফ করে দেন। নবীজী তো হাদীসে বলেছেন- إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ

'আমি তোমাদের জন্য একজন সন্তানের কাছে তার পিতাতুল্য।' *(মিশকাত শরীফ : পৃ. ৮)*

নবীর উত্তরাধিকারী হিসেবে উলামায়ে কেরামও জনগণের পিতৃতুল্য। সুতরাং সত্যিকারার্থেই যদি তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং পূর্বের ন্যায় শফকত ও মহব্বতের আচরণ করুন।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন

সর্বশেষ আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, উলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ তাবলীগী সাথীভাইদের মাঝে সৃষ্ট এই বিরোধ নিরসনে আপনাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। যত দ্রুত সম্ভব দ্বীনী দায়িত্ব মনে করে তাদের মাঝে সমঝোতা ও মীমাংসার চেষ্টা করুন। আশা করি, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের কীর্তি ও অবদান এবং তাদের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। তাদের ইযযত ও সম্মান বজায় রেখে তাদের দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করুন এবং উলামা ও জনসাধারণের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের এ চেষ্টা নামায-রোযা ও হজ্ব উমরার চেয়েও বেশী ফযীলতপূর্ণ ও ফলদায়ক হবে। এক হাদীসে এসেছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالَ : قُلْنَا : بَلَى قَالَ : إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

'নবীজী বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রোযা ও সাদকার চেয়েও ফযীলতপূর্ণ কোন আমলের কথা বলে দিবো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ। নবীজী বললেন, (সে আমল হলো) পরস্পরে সমঝোতা ও মীমাংসা করে দেয়া।' *(মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২৮)*

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ তা'আলার এক বড় নে'আমত। এ নে'আমতের সঠিক ব্যবহার করে নিজ তত্ত্বাবধানে

চলমান এ সংকট নিরসন করুন। আশা করি, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেও আপনাদের এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আর আখেরাতের বিরাট প্রতিদান তো আছেই।

নিশ্চয়ই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত দ্বীনের অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ একটি মেহনত। এ মেহনতের বদৌলতেই সারা বিশ্বে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। পরস্পরে মিল-মহব্বত, একতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এ মহান কাজে যেনো কোনরূপ বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এ কাজকে আরো ফলপ্রসূ ও বেগবান করার চেষ্টা করুন। এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। ছোট-বড়, উলামা ও জনসাধারণের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, আনুগত্য ও মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশ সরকার ও তার নেতৃবৃন্দকে সবরকম অনিষ্টতা থেকে হেফাযত করুন এবং দিন দিন দেশের উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে বৃদ্ধি করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ফাকাত ওয়াস্‌সালাম
মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নদভী
উসতাযুল হাদীস ওয়াল ফিক্‌হ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা
লক্ষ্ণৌ, ভারত।
২৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪০ হিজরী
৬ই ডিসেম্বর, ২০১৮ খৃস্টাব্দ।

‘ভুল সংশোধন’

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

দাওয়াত ও তাবলীগের চলমান সংকটময় পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মাঝে কিছ ভুল কথা প্রচলিত আছে। যার সংশোধন অপরিহার্য। যেমন-

১। ‘তাবলীগের দুই গ্রুপ’-

এটা ভুল কথা। সহীহ ও সঠিক কথা হল, তাবলীগের একাধিক গ্রুপ নেই। ‘মূলধারা’ নাম দিয়ে যারা উম্মাতের দীনী রাহবার উলামাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে এবং মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়িয়ে যারা উম্মাতকে উলামাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে, তারা কখনোই তাবলীগের হিতাকঙ্ক্ষী নয়। তারা তাবলীগের কেউ নয়, নফসের গোলাম।

২। ‘টঙ্গির ময়দানে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি’-

এটাও ভুল কথা। বরং বলতে হবে ‘হক বাতিলের লড়াই’। কেননা, আম্বিয়া আ. এর ওয়ারিস উলামায়ে কেরাম যখন দীনী স্বার্থে সম্মিলিতভাবে কোনো দলের বিরোধিতা করেন, তখন সে দল কখনোই হকপন্থি হতে পারে না; বরং নিঃসন্দেহে তারা ভ্রান্ত দল।

৩। ‘আল্লাহ দু গ্রুপের মাঝে মিল করে দেন’-

এটা সঠিক দুআ নয়। বরং বলতে হবে ‘আল্লাহ হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দেন এবং হককে বিজয়ী করেন’। বাতিলকে হিদায়াত নসীব করেন। কিংবা ধ্বংস করে দেন’। কেননা, হক কখনো বাতিলের সাথে আপস করতে পারে না।

৪। ‘আমরা কোনো দলে [উলামাদের সাথে কিংবা সাদপন্থিদের সাথে] নেই’-

এটাও প্রতারণামূলক কথা। কেননা, উম্মাতের উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে যখন হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন হকের পক্ষে না যাওয়া প্রকারান্তরে বাতিলের দল ভারি করা। কাজেই বলতে হবে ‘আমরা হকের পক্ষে আছি এবং থাকবো’।

৫।‘আমাদের সাথেও আলেম আছে’-

এটাও চরম মূর্খতা এবং বেয়াদবীমূলক কথা। উলামারা জনসাধারণের সাথে নয় বরং জনসাধারণ উলামাদের সাথে থাকবে। কেননা, দীনী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম অনুসরণকারী নন; বরং অনুসৃত ইমাম। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমে সাধারণ লোকদেরকে উলামাদের সাথে থাকার আদেশ দিয়েছেন। [সূরা তাওবা; ১১৯]। হাদীসে পাকে নবীজী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] উলামায়ে কেরামকে নিজের উত্তরসূরী ঘোষণা করে প্রকারান্তরে তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই জাহেলের পেছনে একজন আলেমের নামায যেমন সহীহ হয় না, তেমনি যে দলের ইমাম হবে জাহেল আর উলামারা হবে মুক্তাদি, নিঃসন্দেহে তাদের দীনী যে কোনো কাজ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬।‘আলেমরা এখানে নাক গলায় কেন, তারা তো তাবলীগের সাথি না’।

এটাও মূর্খতাপূর্ণ কথা। তাবলীগ কোনো দলীয় কাজ নয়; বরং তা একটি দীনী কাজ। দীনী কাজের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। হাদীসে পাকে নবীজী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ইরশাদ করেন-

وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم

'আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী। আর নবীগণ দীনার-দিরহাম [অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ]-এর উত্তরসূরী রেখে যান না, বরং তারা তো 'ইলম' [ইলমে ওহী]-এর উত্তরসূরী রেখে যান'। [সূনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩৬৪১]

ইলমে ওহী তথা কুরআন-হাদীসের ইলম ছাড়া দীনী যে কোনো বিষয় 'জাহালত' তথা মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কারণ।

কাজেই তাবলীগের কাজে-যেখানে কুরআন-হাদীসের ইলম-এরই দাওয়াত দেয়া হয়-সেখানে উলামায়ে কেরামের হস্তক্ষেপ কোনো 'অনধিকারচর্চা' নয়; বরং 'আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ পালন'।

দ্বিতীয়ত, দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে উলামায়ে কেরামের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই-এমন দাবীও চরম মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। কেননা, এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনত উলামায়ে কেরামের পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমেই উন্নতি, অগ্রগতি এবং উৎকর্ষতা লাভ করেছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে সমকালীন উলামায়ে কেরামের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতেন। হযরতজী যদি সমকালীন উলামায়ে কেরামের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, উৎসাহ এবং সমর্থন না পেতেন, তবে এ কাজ তার জন্মলগ্নেই বাধাগ্রস্থ হতো এবং বর্তমান উৎকর্ষতা তাতে অর্জিত হতো না। কেননা এ কথা অনস্বীকার্য যে, দ্বীনী কোনো কাজের পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য সমকালীন হক্কানী উলামায়ে কেরামের স্বীকৃতির বিকল্প নেই। এ বিষয়ে হযরতজীর সমকালীন বুযুর্গানে দীনের রচনাবলীর ভিত্তিতে কিছু তথ্য নিবেদন করা হচ্ছে ঃ

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ঃ উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতা প্রসঙ্গ

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. হলেন দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। তিনি তার এই মোবারক মেহনত আমাদের আকাবিরদের পরামর্শ, সমর্থন এবং সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে শুরু করেছিলেন। ফলে এ মেহনত তার জন্মভূমি থেকে সারা বিশ্বে এমনকি বাংলাদেশেও ছড়িয়েছে উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তান। তিনি পুরো দশ বছর মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর দরবারে লাগিয়েছেন। এরপর দারুল উলূম দেওবন্দে গিয়ে

শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. এর কাছে বুখারী ও তিরমিযী শরীফ পড়েন। শাইখুল হিন্দের নির্দেশক্রমে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর হাতে বাই'আত হন। পরবর্তীতে হযরত সাহারানপুরী রহ. এর পরামর্শে এবং হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি দাওয়াতের এ মোবারক কাজ নিযামুদ্দিনে শুরু করেন।

ফলে দারুল উলূম দেওবন্দ ও শাইখুল হিন্দের ফয়েয এবং হযরত সাহারানপুরী ও থানভী রহ. এর পরামর্শ, পৃষ্ঠপোষকতা এবং দ'ুআর বরকতে মাওলানা ইলিয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের এ মহান কাজের সূচনা করতে সক্ষম হন। এ কারণে সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী রহ. লিখেছেন যে, 'জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত গাঙ্গূহী রহ. এর খলীফাবৃন্দ এবং সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য আউলিয়াগণের সাথে হযরতজীর ভক্তি ও মহব্বতের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় আকার ধারণ করেছিল। হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে এমন মহব্বতপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, অনেক সময় তিনি বলতেন, এ সমস্ত বুযুর্গানে কেরামকে আমি আমার অস্তিত্বের অঙ্গ হিসেবে মনে করি। [এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আবুল হাসান নদভী রহ. কৃত *'মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকী দীনী দাওয়াত'* পৃ.৪৮, ৫১,৫২,৫৯]

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ঃ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. প্রসঙ্গ

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) গত শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাসহ তৎকালীন সব বড় বড় দ্বীনী কারনামার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এরও তিনি পীর এবং মুরুব্বী ছিলেন। আজ সারাবিশ্বে যে সহীহ, হক্কানী ও আল্লাহওয়ালা মেহনত চলছে এটা হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এরই কারামত। আল্লাহ তা'আলা তার এই কারামত তার মুরীদ হযরত ইলিয়াস (রহ.) এর দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এর একটা উদাহরণ হলো, পাঁচওয়াক্ত নামাযে আযান চালু হওয়ার প্রেক্ষাপট। আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আব্দে রাব্বিহী (রাযি.) নামে একজন সাহাবীকে স্বপ্নযোগে ফেরেশতার মাধ্যমে এই আযানের বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সব বিধানের মতো চাইলে আযানও ওহীর মাধ্যমে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করতে পারতেন; কিন্তু তিনি এই উম্মতকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন, তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আব্দে রাব্বিহী (রাযি.) কে এই স্বপ্ন দেখিয়ে আযানের বিধান দিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান মেহনত মুফতী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এরই ফযীলত এবং কারামত। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তার মতো বড় ব্যক্তিত্বের দ্বারা এই কাজ নিতে পারতেন;

কিন্তু তিনি হযরত গাঙ্গুহীর মুরীদ মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর মর্যাদা বাড়ানোর জন্য তাকে দিয়েই এই কাজটি নিলেন। বড় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে কাজ না নিয়ে তারই শাগরেদের মাধ্যমে কাজ নেয়ার এটা একটা অনেক বড় হিকমত।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ঃ হযরত থানভী রহ. এর ভূমিকা

❖ হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. ছিলেন মুজাদ্দিদুল মিল্লাত। মহান আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে 'তাজদীদে দীন' তথা উম্মাতের মাঝে দীনের যে বিষয়গুলো দীন থেকে বের হয়ে গিয়েছে, তা দীনের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করা এবং দীন বহির্ভূত যে বিষয়গুলো দীনের মাঝে ঢুকে পড়েছে, তা দীন থেকে বের করে দেওয়ার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। হযরতের বিশিষ্ট খলীফা প্রফেসর হযরত আব্দুল বারী সাহেব রহ. হযরতের তাজদীদী ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের উপর মূল্যবান চারটি কিতাব লিখেছেন ঃ ১. জামিউল মুজাদ্দিদীন।২. তাজদীদে মা'আশিয়াত।৩. তাজদীদে তাসাওউফ ও সুলূক এবং ৪. তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ।

তা'লীম এবং তাবলীগের বিষয়েও যে হযরত মুজাদ্দিদ ছিলেন, চতুর্থ কিতাবটিতে তারও বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে কিতাবচতুষ্টয়ের লেখক আব্দুল বারী সাহেব রহ. বলেন, 'হযরত উলামায়ে কেরামের দরবারে দরখাস্ত করেন যে, তারা যেন হযরত (থানভী রহ.)-এর ওয়াজ ও বয়ানসমূহকে সাধারণ বক্তাদের ওয়াজ কিংবা কোনো 'লাফ্ফাজে খোশ তথা বাগ্মী'র বক্তৃতা মনে না করে। বরং তা [হযরতের বয়ানসমূহ] তো পূর্ণাঙ্গ দীনের সকল বিষয়ের তাবলীগ ও দাওয়াতের এমন একটি ভান্ডার, যাতে রয়েছে বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা, প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা, উদ্ভাবন ও সংস্কারমূলক প্রতিভার বিচ্ছুরণ। কুরআনে কারীমের আয়াত-

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা, ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন...!' [সূরা নাহ্‌ল : ১২৫] -এর মধ্যে প্রাজ্ঞতা, উত্তম উপদেশ প্রদান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাবলীগ ও দাওয়াতের যে তিন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ ও [দীনের মুবাল্লিগ ও দাঈর জন্য] অনুসরণীয় কর্মপন্থা হলো হযরতের সকল বয়ান। এমনকি হযরত কেবল দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতির সংশোধন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং বয়ান ও ওয়াজের মাধ্যমে এ সংশোধনের পরিপূর্ণ একটি বাস্তব নমুনা উম্মাতের হাতে তুলে দিয়েছেন।

[তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ; পৃ.১৭০]

❖ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. বস্তী নেযামুদ্দীনে পিতা এবং বড় ভাইয়ের উত্তরসূরী হিসেবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেছিলেন, তা মূলত হযরত থানভী রহ. এর মশওয়ারা, দু'আ এবং সমর্থনের মাধ্যমেই উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। 'আশরাফুস সাওয়ানেহ' [আশরাফ চরিত] গ্রন্থে হযরত থানভী রহ .এর বেশকিছু চিঠিপত্র রয়েছে, যাতে তিনি দাওয়াত

ও তাবলীগের সাথীদেরকে এ কাজের ব্যাপারে পরামর্শ এবং সুসংবাদ শুনিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রফেসর আব্দুল বারী রহ. 'তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ' কিতাবের মধ্যে এ মর্মে বলেন,'আমি একবার বস্তী নেযামুদ্দীনে হযরত ইলিয়াস রহ. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। যতদূর মনে পড়ে উপস্থিতির দ্বিতীয় দিনই 'নূহ' এলাকায় তাবলীগের একটি বড় ইজতেমা ছিলো। হযরত ইলিয়াস রহ. আমাকে জোরপূর্বক সাথে নিয়ে গেলেন। দু' তিন দিন সার্বক্ষণিক হযরতের সোহবতে থেকে তাবলীগের কাজ পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ার পর যখন দিল্লী থেকে সোজা থানাভবনে উপস্থিতির সময় হয়ে এলো, তখন হযরত বললেন, এ কাজের বরকত মূলত হযরত থানভী রহ.-এর দু'আর ফসল।

❖

সাথে সাথে এ কথাও বললেন, 'হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমার সালাম পেশ করবেন। এখানের কাজের বিবরণ শোনাবেন। এর জবাবে হযরত যা কিছু বলেন, অবশ্যই আমাকে তা লিখে জানাবেন।' আমি যখন হযরতের দরবারে উপস্থিত হলাম এবং হযরতকে বাংলাওয়ালী মসজিদ থেকে নিয়ে নূহ পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মকান্ডের উপর নিজের অভিব্যক্তি পেশ করলাম, তখন হযরত বললেন, 'আসল কাজ তো এটাই'!

[তাজদীদে তা'লীম ও তাবলীগ : ১৭৩]

❖ থানভী রহ. এর এই পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হযরতজী ইলিয়াস রহ. ও দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদেরকে থানভী রহ. এর জন্য বেশি বেশি কুরআন পাঠ করে তার উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াবের জন্য, তার কিতাবগুলো পাঠ করার জন্য, তার সোহবতপ্রাপ্ত বুযুর্গানে দীনের সংশ্রব গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিতেন। সাথে সাথে এ কথাও বলতেন, 'হযরত থানভী রহ. বহুত বড় কাজ করেছেন ।আমার দিল চায় যে, তা'লীম হবে তার তরীকায়, আর তাবলীগ হবে আমার তরীকায়। এভাবে তার তা'লীম ব্যপক হয়ে যাবে। '*[মালফুযাত ; মালফূয নং ৫৭]*

[মাকাতিব হযরত মাওলানা ইলিয়াস: পৃ. ১৩৭ (মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি)]

❖ হযরত নদভী রহ. বলেন, 'মেওয়াতীদের কাজ এবং এর বাস্তব ফলাফল দেখে বিশেষভাবে যেসব এলাকায় মেওয়াতীরা কাজ করছিল, সেখানকার পরিবর্তন লক্ষ করে হযরত থানভী রহ.-এর এই কাজের প্রতি পূর্ণ প্রশান্তি অর্জন হয়ে যায়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. একবার তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাবলীগের কাজ সম্পর্কে কিছু নিবেদন করতে বললে তিনি বললেন, 'দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। দলীল তো কোন জিনিসের সত্যতার জন্য পেশ করা হয়। আমার এই কাজের প্রতি প্রশান্তি হয়ে গিয়েছে। এখন আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আপনি তো মাশাআল্লাহ নিরাশাকে আশায় বদলে দিয়েছেন।'

[দীনী দাওয়াত; পৃ.১০২]

❖ দাওয়াত ও তাবলীগের মেওয়াতী সাথীদের প্রতি লেখা এক চিঠিতে হযরতজী তাদের হিদায়াত দিয়ে লিখেছেন যে, '*হযরত থানবী রহ. এর জন্য ঈসালে সাওয়াবের খুব*

এহতেমাম করা কর্তব্য। যে কোন ভাল কাজ করে তাঁকে সাওয়াব পৌঁছাবে। বেশি বেশি কুরআন খতম করবে। এটা জরুরী না যে সবাই একত্র হয়ে পড়তে হবে। বরং প্রত্যেকে এককভাবে পড়া বেশি উত্তম। তাবলীগে বের হওয়ার সাওয়াব সবচে বেশি। তাই এ পদ্ধতিতে বেশি বেশি সাওয়াব পৌঁছাবে।' [মাকাতিব : পৃ. ১৩৭ (মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি)]

❖ একই চিঠিতে হজরতজী আরো বলেন, *'হযরত থানবী রহ. থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য জরুরী হল, তাঁর মুহব্বত থাকতে হবে। সে সাথে হযরতের সাথীবর্গ এবং হযরতের কিতাবসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে উপকৃত হতে হবে। তাঁর কিতাবগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে ইলম আসবে আর তাঁর সহচরদের মাধ্যমে আমল আসবে।' [মাকাতিব: পৃ. ১৩৭ (মেওয়াতিদের প্রতি প্রেরিত ১নং চিঠি)]*

❖ এক মজলিসে হযরতজী ইরশাদ করেন,*'থানভী রহ. এর মুরীদানের আমার নিকট অনেক কদর ও ইজ্জত রয়েছে। কারণ তিনি আমার সমসাময়িক। যেহেতু আপনারা মাওলানার কথা শুনেছেন, তাই আমার কথা তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলেন। আপনাদের কারণে আমার কাজে অনেক বরকত হয়েছে। আমার অন্তর খুশিতে ভরে গেছে।' তারপর তাদেরকে খুব দু'আ দিলেন এবং বলেন, 'আপনারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কেদেঁ কেঁদে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন'।'* *[মালফুয নম্বর: ৫৭]*

বাংলাদেশে তাবলীগের তত্ত্বাবধানে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

বাংলাদেশে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ শুরু হয়েছিলো, সেটাও মূলত থানভী রহ. এর এক শাগরিদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছিলেন। তিনি হলেন মুজাহিদে আজম শামসুল হক ফরিদপুরী (সদর সাহেব হুজুর) রহ.। সদর সাহেব হুজুরের খাস শাগরেদ, আমাদের উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মজীদ (ঢাকুবী হুজুর) রহ.এর কাছে এ ঘটনা একাধিকবার শুনেছি যে, থানভী রহ. এর দরবার থেকে বাংলাদেশে আসার পর হযরত সদর সাহেব রহ. মাওলানা আব্দুল আজীজ রহ. কে হিন্দুস্তানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শিখে আসার জন্য পাঠান। আব্দুল আজীজ রহ. প্রথমত কলকাতা মারকাযে, এরপর দিল্লীর নিযামুদ্দিন মারকাযে হযরতজী ইউসুফ রহ. এর সোহবতে থেকে এ কাজ শিখে এসে বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আরম্ভ করেন।

বাংলাদেশে প্রথম মারকায ছিলো খুলনার উদয়পুর মাদরাসার মসজিদ, যার মুহতামিম ছিলেন বড় হুজুর রহ. এর শশুর।

দ্বিতীয় মারকায : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার তেরখাদা থানাধীন বামনডাঙ্গায় বড় হুজুরের নিজ গ্রামে।

তৃতীয় মারকায : দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বড় দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম খুলনা সংলগ্ন তালাবওয়ালী মসজিদ।

চতুর্থ মারকায : চতুর্থ পর্যায়ে মারকায নির্ধারিত হয় লালবাগ শাহী মসজিদে। (তখন ছদর সাহেব রহ. লালবাগ জামি'আ কুরআনিয়ার মুহতামিম ছিলেন।)

পঞ্চম মারকায : একসময় লালবাগ শাহী মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইজতিমার সুবিধার্থে কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে মাঠ সংলগ্ন খান মুহাম্মাদ মসজিদকে মারকায করা হয়।

ষষ্ঠ মারকায : কিছুদিন পর এখানেও জায়গা হচ্ছিল না। ছদর সাহেব রহ. শহরের ভেতরে বড় মাঠ সংলগ্ন কোন মসজিদ দেখতে বললেন। তখন রমনা পার্ক সংলগ্ন মোঘল আমলে তৈরি মালওয়ালী মসজিদের সন্ধান মিলল; কিন্তু আয়তনে খুব ছোট। ছদর সাহেব রহ. বললেন, প্রয়োজনে পার্কের জায়গা বরাদ্দ নিয়ে মসজিদ বড় করা যাবে। এটাই মারকায হোক। ছয় উসূলের মেহনতের সেই ষষ্ঠ মারকাযই আজকের ঐতিহাসিক কাকরাইল মসজিদ। এসব মারকাযে তখন মুকীম হিসেবে কেউ থাকতেন না; সবাই আসা-যাওয়া করে কাজ করতেন। একমাত্র বড় হুযূর রহ. সব মারকাযেই একা পড়ে থাকতেন।

উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণের পরিণাম

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর শাইখ ও মুরশীদ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে সতর্ক করে বলেন-

جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

'যে সকল লোক উলামায়ে কেরামের বিষোদ্গারে লিপ্ত হয় এবং আচরণে-উচ্চারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, কবরে তাদের চেহারা কেবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। যার ইচ্ছা হয় সে যেন যাচাই করে দেখে।' [আশরাফ আলী থানভী রহ., '*আরওয়াহে সালাসা -হেকায়াতে আউলিয়া*,পৃ. ২১৫, দারুল ইশা'আত করাচী]

হযরত গাঙ্গুহী রহ. এত উঁচুস্তরের বুযুর্গ ছিলেন, আল্লাহর পক্ষ হতে 'কাশ্‌ফ'-এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ং বলেন–

حق تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائیگا۔

'আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার যবান দিয়ে কোনো ভুল কথা বের করবেন না।' [আশরাফ আলী থানভী রহ., '*আরওয়াহে সালাসা-হেকায়াতে আউলিয়া*' পৃ. ২০৬, দারুল ইশা'আত করাচী]

কাজেই বর্তমানে যারা দাওয়াত ও তাবলীগের নামে উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করছে, তাদের অবশ্যই সতর্ক হওয়া উচিত।